সংবাদ

07 NOV 2013

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রতি মাউশির এত উদাসীনতা কেন?

মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্ব বিকাশে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নৈতিক অবক্ষয়রোধ, সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ, শিক্ষার্থীদের অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই বর্তমান কারিকুলামে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে গেল বছরগুলোর তুলনায় অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষকদের অবহেলিত রেখে কীভাবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া যায়? এটা প্রশ্নসন নয় কি?

আগে যারা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইসলামিয়াতের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতেন তাদের অধিকাংশ কামিল পাস ছিলেন। ফলে তাদের বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এই পদে যারা নিয়োগ পাচ্ছেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিএ/বিএ (অনার্স) ও এমএ (মাস্টার্স) ডিগ্রিধারীরা রয়েছেন।

২০১০ সালের সর্বশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ইসলাম শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে যারা নিয়োগ পাবেন এবং বিএ/বিএ (অনার্স) ও এমএ (মাস্টার্স) ডিগ্রিধারী রয়েছেন তাদের অবশ্যই পাঁচ বছরের মধ্যে বিএড প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আর যারা কামিল পাস করে ইসলামিয়াতের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন তাদেরও এই পাঁচ বছরের মধ্যে বিএড প্রশিক্ষণ নেয়ার ন্যূনতম ডিগ্রি অর্জন করে এই পাঁচ বছরের মধ্যেই বিএড প্রশিক্ষণ অবশ্যই শেষ করতে হবে।

কিন্তু বর্তমানে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শত শত ধর্মীয় শিক্ষক এ নিয়ে নানা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি (অনার্স/মাস্টার্স) অর্জন করার পরও বিএড প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সিনিয়রিটির ভিত্তিতে তারা তালিকায় প্রথম দিকে থাকা সত্ত্বেও তারা এ সুযোগ পাচ্ছে না। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে দু-একজন বর্তমানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে তাদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তারা কিছুতেই বুঝতে চাচ্ছেন না। এর একটি বড় কারণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অজ্ঞতা। তার চেয়ে বড় সমস্যা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের আত্মাবহ আইন সম্পর্কে অজ্ঞ তৈলবাজ শিক্ষকদের কৃত্রিম সংকট। তাদের এ একগুঁয়েমির কারণে ইসলাম শিক্ষার অনেক শিক্ষক মাউশি প্রদত্ত বিএড প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা চেয়ে যে চিঠি দিয়েছে সে তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠান থেকে যুক্তি দেখানো হচ্ছে আগে কখনো তাদের বিএড করার প্রয়োজন ছিল না। বর্তমানেও নেই।

মাউশি প্রদত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি থেকে তারা কেন বিষয়টি ক্লিয়ার হতে পারছেন না? এসব দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অজ্ঞতার ফল কি শত শত শিক্ষক ভোগ করবেন? ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন? তাদের বলির পাঠা হয়ে থাকবেন? এর কি কোন সমতুল নেই? কে নেবে এর জবাব? মাউশি থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা চেয়ে স্কুলে স্কুলে যে ফরম পাঠানো হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষকদের নামের তালিকা বাদে। মাউশি কিন্তু সেখানে উল্লেখ করতে পারত ধর্মীয় শিক্ষকদের মধ্যে তারা বিএড করতে পারবেন আর কারা পারবেন না। তাহলে এ জটিলতার সৃষ্টি হতো না। এ ধরনের একটা ফরম ছেড়ে দিয়ে কেন শত শত শিক্ষকের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল মাউশি। এটা কি মাউশি কর্মকর্তাদের উদাসীনতা? নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? শিক্ষা নিয়ে কেন এ বৈষম্য? এর নাম কি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব? আমরা আশা করি মাউশির বোধদয় হবে। তারা বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তবেই এ বছরের প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করবেন।

মো. মিজানুর রহমান, আলমগীর হোসাইন, শেখ মুরাদ, রাইসুল ইসলাম টিটু
সহকারী শিক্ষক (ইসলামিয়াত)
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়